Hatekhola
HATE KHOLA. The History of an Ignorant, Profligate Boy.
8vo. pp. 21. Calcutta, 1864. 6d.

হাতে খোলা — মালা।

Beng 739
Maheschandra De

শ্রীমহেশ্চন্দ্র দে

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

প্রাকৃত যন্ত্র।

সম্বৎ ১৯২০।

মূল্য ৵০ আনামাত্র।

BRITISH MUSEUM

হাতে খোলা ---- মালা।

কলিকাতার নিকটে কোন পল্লিগ্রামে এক জমীদার বাস করিত। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে একটী সন্তান জন্মে। গর্ব্ভধারিণী চাতকিনীর ন্যায় ছেলের কামনা কত্তে ছিলেন, সুতরাং ছেলেটি হওয়াতে বড় আহ্লাদিত হইলেন। পাড়ার লোকের পরামর্শে ছেলেটির নাম ললীতমোহন রাখিলেন। প্রায় সকলেই জানেন, যে ধনবানের ঘরে ছেলেদের কেমন আদর, তায় আবার একটী ছেলে সুতরাং মহেন্দ্রযোগ বলিলে বলা যায়। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে সেই আদর তাদের সর্ব্বনাশের গোড়া। জমীদার মহাশয় ছেলেটিকে এমন ভাল বাসেন, যে মুহূর্ত্তমাত্র চকের আড় হলে মূর্চ্ছা যান, আবদার কল্লে অন্ধকার দেখেন।

সময় ও নদীর স্রোত সমান। সময়ক্রমে ললীতের শিক্ষাকাল উপস্থিত হইল, বৃদ্ধ জমীদার তাকে গ্রামস্থ

এক পাঠশালায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ললীত সেখানে প্রত্যহ দাসিমার সঙ্গে তাড়িপাত বগলে করে ক্ষুদ্র নবাবের ন্যায় যেতে লাগ্‌ল। যদি কোন দিন গুরু মহাশয় একটু বকেন বা চোক রাঙ্গান্ তা হলে আর ছেলে কোথা আছে, অমনি কেঁদে তিনপাড়া জম্‌কে দেয়, সুতরাং গুরু মহাশয় অপ্রস্তুতে পড়েন। কি করেন ললীতের যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে দিতে লাগিলেন। ওদিকে লেখা পড়ার দফা রফা হতে লাগ্‌লো। ক্রমে ললীত শশী কলার ন্যায় বাড়তে লাগলো। বয়সের সহিত বুদ্ধিও বাড়তে আরম্ভ কোল্লে। পাড়ার লোকেদের ইচ্ছে, যে ললীত যাতে লেখা লেখাপড়া শিখে পিতার মুখ উজ্জ্বল করে, কিন্তু সে গুড়ে বালি দেখে, তাকে কলকাতা পাঠাতে পরামর্শ দেয়। কর্ত্তাও ভাবলেন যে শুনতে পাই কলকাতা এক লেখাপড়া শেকবার প্রধান আড্‌ডা, তা সেথা গেলে যদি কিছু শিখ্‌তে পারে, তাই আমাদের অনেক, কেননা আমাদের তো কেরাণীগিরী কোত্তে হবে না। কাগজ খানা পত্র খানা পড়্‌তে পার্‌লেই ঢের।

মনে মনে এইরূপ ভেবে, কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া নিলেন, তথায় স্ত্রী, পুত্রাদির সহিত বাস কোর্‌তে লাগ্‌লেন। ললীত কালেজে ভর্ত্তি হলো।

সময়ের ক্রোধে কি না হয়। একবার পড়্‌লে আর নিস্তার নাই। কত শত অদ্ভুত কাণ্ড সময়ের ক্রোধে একেবারে রসাতলে যাচ্চে। আমাদিগের কর্ত্তা দুর্ভাগ্য

বশতঃ সেই সময়ের ক্রোধে পোড়ে প্রাণ ত্যাগ কোর্‌লেন। এখন ললীত বাবু সর্ব্বময় কর্ত্তা হোয়ে পড়্‌লেন, একে বয়েস কাঁচা, তায় আবার ভয়ের লোক নাই, তখন কলিকাতার জল উপযুক্ত সময় পেয়ে প্রবিষ্ট হতে লাগ্‌লো। আর কি নিস্তার আছে, লেখা পড়া সব ঘুস্‌ড়ে গেল, শূন্য ঘর পেয়ে উড়্‌তে শিখ্‌লেন, কলিকাতার ছোড়ারাও তেমনি ইয়ারের যাশু বোল্লেই হয়, তারা তো উই চায়। তারা সময় বুঝে নব বাবুর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অহর্নিশি নাটিমের মত ঘুরতে লাগ্‌লো। রোজ রোজ স্কুল হইতে পালাইয়া কখন গড়ের মাঠের মনুমেণ্ট কখন কেল্লা, কখন কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে গটরা লাগাতে আরম্ভ কোল্লে। সঙ্গে সঙ্গে অমনি গুড়ুক, চরস প্রভৃতি মুহুর্মুহু চল্‌তে লাগ্‌লো। তখন কি আর স্কুলবুক ভাল লাগে, কেবল বিদ্যাসুন্দর, জীবনতারা, সম্ভোগ রত্নাকর প্রভৃতির উপর চাট পড়্‌লো। তখন শনিবারকে মধুবার বল্‌তে লাগ্‌লো। এদিকে ললীত বাবুর মা, ছেলের দিন দিন মদকেয়ালিতে মতি দেখে জিয়ন্তে মরা হতে লাগ্‌লেন। বাবু স্কুল ত্যাগ কর্‌লেন, ১০ টার সময় চার্টিখেয়ে, যেথা সেথা আড্‌ডা মেরে বেড়াতে লাগ্‌লেন, আর কে পায়, শর্ম্মা যা করে, তাতে দাঁত ফোটায় এমন একজন নাই। এইরূপে কিছুকাল গত হলো। আমাদের নব বাবুরও বয়েস বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির পক্কতা হওয়াতে ছোক্‌রা দল ত্যাগ কল্লেন। কতকগুলি বরাখুরে

নবীন ইয়ার জুট্‌লো। সুতরাং ইয়ারকিরও নতুন বন্দোবস্তো হলো।

(ললীত বাবুর বৈটক খানা) (সাড়ে আঠারো খানা ইয়ারের জটেলা)।

ললীত। ভাই প্রতিদিন তো কত রকম আমোদ হয়। আজ কি করা উচিত বল দেখি?

উচ্ছন্নপ্রদ। রোজ আর কি আমোদ হয়? বৈটকখানায় বোসে কুড়ের বাদসার মত তাস খেলা, আর গুড়ুক ফোঁকা বইত নয়, তাকে কি আমোদ বলে? তোমরা তো কাল্‌কের ছেলে, আমোদের কি ধার ধারো।

স্পষ্টবক্তা। আমরা কাল্‌কের ছেলে, আপনি কি মুরব্বি, সত্যকালের ভূষণ্ডী বোল্লে হয়। বেটার নাক পঁচাশি কথা শুন্‌লে পিত্তি শুদ্ধ জ্বোলে যায়।

উচ্ছন্ন। (সক্রোধে) ওরে স্পষ্টবক্তা! আর আমার কাছে মুখ্‌ নাড়িস্‌ নে, যে না তোর হাট হদ্দ জানে তার কাছে সরফরাশী কোর্‌গে। আহা! বেটা কি আমার বোনেদী ইয়ার।

পেটুকপরায়ণ। তোরা মিছে কথায় কেন সাতকাণ্ড রামায়ণ বের কচ্চিস্‌। তোদের জ্বালায় বৈটকখানা সরগরম হোয়ে উঠ্‌লো, আর তিষ্ঠোনো ভার দেখ্‌চি। মিছে আর গণ্ডোগোল করিস্‌ কেন, তোরা যা আমোদ জানিস্‌ তা এক আচড়ে জানা গেছে। গরম

গরম চক্রাকারের সঙ্গে গরম গরম ছকার সাক্ষাত হলে সব আমোদের চুড়ান্ত হয়।

ললীত। ওহে ইয়ার! তোমরা পাগলের মত বক কেন? উচ্ছন্ন খুড়ো যা বলে, তা শুনো।

উচ্ছন্ন। আর আমি দুব্বো বোনে মুক্তো ছড়াতে চাই নে, এয়ারের মতন ইয়ার হোলে বোলতুম।

ললীত। খুড়ো! এত চট কেনহে, ওদের কথা ছেড়ে দেও, আমার সঙ্গে পরামর্শ কর আজ কি আমোদ আহ্লাদ করা যায়?

পেটুক। ভাই ললীত! ও বেটা ওড়ুনচণ্ডে, ওর কথা শুনলে কি হবে।

উচ্ছন্ন। হাঁ বাবা আমি ওড়ুনচণ্ডে, তুমি বেটা কি? আমার লক্ষীর ভিক্ষে পুত্র। যাও২ তোদের সঙ্গে বসা, না ঝকমারি করা, ঐ জন্যে তো আসিনে।

(বর্হিগমন)

ললীত। ওহে তোমরা তো ছেলে মানুষ, ও বেটাকে জানোতো, তবু তো তোমাদের ক্ষান্ত নাই। (উচ্ছন্নের প্রতি) ও খুড়ো যদি যাও আমার মাতা খাও, এস এস আমার কাছে বোসো।

পেটুক ও উচ্ছন্ন। ওহে বাবা। ছি তুমি বড় ছেলে মানুষ; দেখ্‌চো আমরা চেংড়া ইয়ার আমাদের কথায় রাগ কোত্তে আছে। (হাত ধরিয়া) বসো২, তুমি ঠিক বোলেছ যে রোজ রোজ এক জায়গায় বোসে বোসে

যাতে ধরবার যোগাড় হয়ে উঠেছে এখন কি করা যায় বল দেখি ?

উচ্ছন্ন। এখন বাবা পথে এসো। আমাদের চুড়োন্ত বলি। তাস পাশা খেলে হাড় মাটী হোলো চল আজ রাঁড় মহলে ঘুরে আসি।

ললীত। (আমিও তাই কদিন মনে মনে কচ্ছিলুম (বেশ বোলেছ চলো আজ একদম চক্রমেরে মজা উড়িয়ে আসিগে। বাবা, খুড়ো নইলে এ মৎলবদেয় কে ?

স্পষ্ট। (এইবার বাবা উচ্ছন্নের যো উঠ্‌লো, তা আমাদের কি আমারাতো ওই চাই) বেশ বাবা, আচ্ছা বোলেছ। চল আগে দুটো ঝুরো হাতিয়ে আসিগে।

(সকলের প্রস্থান)

(রাজ মার্গ)

উচ্ছন্ন। বাওয়া খুড়ো আচ্ছা কামিজের বাহার নিয়েচ আজ তোমাকে দেখ্‌লে কত মেয়েমানুষ ভুলে যাবে।

ললীত। বাবা জ্বরে কি কোরবে পিলেই মারে। তুমি যে ইয়ার তোমাকে ছেড়ে কি ডবকাকে মন দেয়।

পেটুক। ভাই ললীত ! সে খানে কি আজ আদ্য শ্রাদ্ধ না কলসি উচ্ছুগ্যা মোদ্দা আমার কলাটা মুলোটা পোটবে তো ?

উচ্ছন্ন। তোর কপালে কলাটা পোটবে না তো আর কি পোট্‌বে।

উচ্ছন্ন। ভাই আজ কোন মহলে বেড়াতে যাওয়া যায়। মেছো বাজার সোনাগাছী হাড়কাটার গলি তিনটে প্রাই মারি (প্রধান) আড্ডা। তারপর শিবঠাকুরের গলি বালাখানা সোভা বাজার সেকেণ্ডারি (অপ্রধান) রকম। আরো ঠনঠোনে সিদ্ধেশ্বরীতলা সিঁদুরে পটী প্রভৃতি রোথোগোচ আড্ডা। যেতে হয়তো সোনাগাছিতে যাওয়া যাক্ চল কেন আমরা তো পেতি ইয়ার নই যে রোথো মহলে যাবো আমরা মারিতো সরদার লুটিতো ভাণ্ডার।

ললীত। তা না তো কি! যত টাকা লাগে আমি আছি বাবা।

স্পষ্ট। কি বাবা কোলের বাবা নাকি?

উচ্ছন্ন। সে দিন সোবাবাজারের আড্ডায় থেকে পাকি মেরে ভোঁ হয়ে আসছিনু আস্‌তে আস্‌তে সোনাগাছির একটা বাড়ীর ছাতে যে একটী মেয়ে মানুষ দেখেচি তা কি বল্‌বো তার ঢং দেখে ঘুরে পোড়্‌তে হয় ছুড়ির কি চোকের ছাঁদ কি মানুষ মারা মুচকে হাঁসি। চল আজ তার কাছে যাওয়া যাক্।

ললীত। আচ্ছা বাবা। যদি এমন হয় তবে তো শর্ম্মা কিছুদিনের জন্যে রাখ্‌চে। দিন রাত ক ইয়ারে পোড়ে হাবুডুবু খাচ্চি।

স্পষ্ট। ভাই যাওয়া যাক্ কি রকমটা দেখি গে। উচ্ছন্ন

খুড়োর সত্যি কথা কি নেশার চোটে ঝিম্‌তে ঝিম্‌তে স্বপ্ন দেখছিলো।

উচ্ছন্ন। সত্যি কি মিথ্যে তা দেখ্‌বে এখন। (কিছুদূর যাইয়া) বাবা এই বাড়ি নীচে টা যে অন্দকার, আমাকে বোসে বোসে যেতে হোলো দেখ্‌চি। নয়তো পাতকোয় পোড়ে প্রান টা যাবে।

মনোমোহিনী। কে গা আস্‌চে!

উচ্ছন্ন। বাবা চিনবে না ক জন বিদেশী নাগর তোমার চরণ সেবা করবার জন্যে এসেচি!

মনোমোহিনীর মাতা। এস এস বাছা সকল ও কথাকি বোল্‌তে আছে আমরা ভিকেরির জাত্‌ আমাদের কে আছে তোমরা যদ্যপি পাঁচজন ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের প্রতিপালন না কোর্‌বে তবে কাদের কাছে যাবো।

উচ্ছন্ন। (মনে মনে) বেটী কি ময়না মুখে কথা আটকায় না যেন খই ফুট্‌চে।

(সকলের ঘরে উপবেশন)

মোন। পদি! এক ছিলিম বাবুদের তামাক্‌ দেতো।

স্পষ্ট। ভাই মেয়ে মানুষ! এ তোমার কেমন নোকৃতা। একটা আগে পান দেও, তবে তো তামাক খাবো, না আজ পান বাড়ান্ত, তা আগে জান্‌লে এক পয়সার পান নিয়ে বাড়ি ঢুক্‌তোম।

মোন। এই যে ভাই পান তোয়ের কোচ্ছি, ততক্ষণ তামাক টা ধরাও না।

ললীত। (মোহিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা কি মধুর কথা, এর সঙ্গে যে না আমোদ কোরেচে, তার জন্ম টাই বৃথা। আমি আজ তো এদের সঙ্গে না যাচ্চি। (প্রকাশ্যে) ভাই তোমার আর কষ্ট নিতে হবে না, আমায় দেও আমি সাজি।

পেটুক। ভাই মেয়ে মানুষ, কেবলপান খাওয়াবে, আগে মিষ্টি মুখ, তবেতো পান, না আগে গরুর ঘাসের মত পান চিবো বো।

সকলে। (সহাস্যে) বেশ বোলেছ বাবা, তুমি লইলে বলে কে?

মোন। খাওয়া বো না তো কি? খাব খাওয়াবো ক্রমেই সব চল্‌বে। (পান প্রদান)

ললীত। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই! মেয়ে মানুষের শ্রীখানি বেস, ইচ্ছে হয় খানজায়গায় আচাড় খাই।

মোন। আচাড় খাও তাতে ক্ষেতি নেই, যেন বে খোরে পোড়ে হাত পা ভেঙ্গোনা।

ললীত। (তবলা টানিয়া) ভাই মেয়ে মানুষ একটী গাও।

মোন। আগে তুমি একটী গাও তবে আমি গাবো।

ললীত। যাও ঠাট কোত্তে হবে না গাওনাহে, এত গুমর কেন?

উচ্ছন্ন। ভাই তোমরা গাও বা না গাও আমি আগে একটী কুকুট রাগিনী ভাঁজি।

ললীত। তোমার আর গায়তে হবে না, কেন ভদ্র লোকের ছেলেদের আএস ভঙ্গ কোর্‌বে।

(গান)

রাগিনী ঝিঝিট, তাল আড়াঠেকা।

কে তুমি হে মনোচোরা কাহার হৃদয় পাখি।
পাগল করিয়ে কারে আসিয়াছ দিয়া ফাঁকি॥
রমনীর প্রাণ ধন, তুমি পুরুষ রতন,
অন্তরে করি যতন, এস হে হৃদয়ে রাখি॥
আমার নবযৌবন, করি তোমায় সমর্পণ,
এই মোর আকিঞ্চন, নয়নে নিয়ত দেখি॥

সকলে। আহা কি মধুর গলা, গুন্‌লে প্রাণ যুড়োয়। আর আমাদের এক গলা, যেন শোর চেচানো।

মোন। ঠাট্টা কর কেন ভাই। হাজার হোক্ তোমরা পুরুষ তোমাদের কাছে কি আমরা লাগি। (ললীতের গলা ধরিয়া) তুমি একটী গাও দেকি যাদু।

উচ্ছন্ন। ওরে ললীত। দেখ্‌চিস্ কি, তোর আজ কপাল ফিরেচে, পোয়া বারো দেখ্‌চি।

ললীত। মিছে বক কেন? তবে একটী গাই ভাই, দেখো ভাই আমার চেচানো শুনে ঠাট্টা কোরো না।

গীত।

রাগিনী ঝিঝিট। তাল আড়াঠেকা।

তবে তো প্রণয় বলি, উভয়ে হোলে মিলন।
নতুবা বিচ্ছেদ করে, হোতে হয় জ্বালাতন॥
উভয়ের সুখে সুখি, দুঃখেতে উভয়ে দুঃখি,
অদর্শনে, বিধুমুখি! প্রলয় যে প্রতি ক্ষণ॥

মোন। আহা! সাধে কি বলি পুরুষ আর মেয়ে মানুষ অনেক তফাৎ, এইবার জানা গেল। ভাই! আমার মাথা খাও আর একটী গাও। (বলিয়া চিবুক ধারণ)

ললীত। (বিমুগ্ধ প্রায়) ছি ছি ও কথা কি বোলতে আছে তোমার মাতা খাবো কেন তোমার শত্রুর মাতা খাই?

(পুনরায় গীত)

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়াঠেকা।

বধো না বধো না প্রিয়ে, অধীনে নয়ন বানে।
তৃষিত চকোর বরে, তৃপ্ত কর সুধা দানে॥
তোমার যৌবন কাল, রবে না লো চিরকাল,
কেন কর চিত্ত কালো কৃপণতা করি প্রাণে॥
আমি যে তৃষিত অতি, সুধা দেলো রসবতী,
লোকে কবে পুণ্যবতী, পূর্ণ হবি ধনে মানে॥

সকলে। (মত্ত দেখিয়া) ভাই ললীত প্রায় রাত শেষ হলো, চল বাড়ি যাওয়া যাক্ আবার কাল আসা যাবে। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) না হয় তুমি থাক, আমরা চল্লুম।

মোন। (হাস্য মুখে ললীতের গলা ধরিয়া) তা না তো কি ? আজ আমি কখন ললীতবাবুকে কোনমতে ছাড়বো না। মনে কোচ্ছ ফাকি দেবে, আমি এই ধোরে বোস্‌লেম্ কেমন যাও দেখি।

সকলে। তবে ভাই আমরা কেন কষ্ট পাই, আমাদের ঘুমে, চোক ঢুল ঢুল কোচ্ছে, কাল দেখা হবে।

(গাত্রোত্থান করিয়া)

ললীত। তোমরা পাগল নাকি ? আমি কি আজ থাক্‌তে পারি। (মনে মনে) এরাও তেমনী নেকড়ার আগুন, কেবল যাই যাই কোচ্ছে নড়েও না।

উচ্ছন্ন। বাবা ও কেড়েলি রাখো, এখন যোমের হাতে পোড়েচো, যাবে কোথায় ?

মোন। মিছে চকো কেন ? যাও দেখি ইয়ার এখান থেকে সাধলে কি—তেল হয় (ম্লানভাবে) আচ্ছা যাক্, আমি থাক্‌তে বলিনে (এই বলিয়া এক কোনে উপবেশন)

ললীত। ও আবার কি, কথায় কথায় রাগ কোল্লে কি কাজ চলে ? (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) না আমি যাবো না, তুমি উঠে বোসো।

(হস্ত ধারণ)

মোন। (হস্ত ক্ষেপণ) আর তোমার থেকে কাজ নাই, আর জালাও কেন ?

আর কেন মিছামিছি, কর জ্বালাতন।
জানিলাম ওরে প্রাণ, তুমি হে যেমন ॥
তোমার যে ভালবাসা, জানিলাম সার।
আর কেন বাড়াবাড়ি, কর বার বার ॥
যেবা তব প্রিয় জন, তার কাছে যাও।
এখানে থাকিয়া কেন, যাতনা বাড়াও ॥
ধিক বারনারী জনে, ধিক বিধাতায়।
পর লাগি ভেবে ভেবে, দেহ ক্ষয় পায় ॥
তবু তো তাহার মন, পাওয়া নাহি যায়।
সদাই বিরস ভাব, কথায় কথায় ॥

ললীত। (সকলের প্রতি) ওহে দেখ্‌চো তো ভাই ; এখম কি কোরে যাই বল, তোমরা এগুলে ভাল হয় না।

উচ্ছন্ন। বাবা তুমি কোন্ বা ছেলে যে যাবে, তুমিতো তুমি, তোমার গুরু এলে পারে না ; তবে আমরা পটল তুলি।

ললীত। আমি রহিলেম বোলে বেজার হোও না, আমি তো সাধ করে থাক্‌চি না।

উচ্ছন্ন। রাগ কর্‌বো কেন (মনে মনে) তুমি যাতে উচ্ছন্ন যাও, তাই তো আমার সম্পূর্ণ চেষ্টা।

(সকলের প্রস্থান)

ললিত। (দ্বার বন্ধ ও মোহিনীর নিকট উপবেশন)
ভাই আর যদি কথা না কও তবে আমার মাথা খাও, তোমার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। বিধুমুখ তুলে কথা কয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও, নতুবা তোমার সাক্ষাতে মর্‌বো। (বলিয়া পদধারণ)

মুখের বসন খুলে, বিধুমুখি মুখ তুলে,
একবার মৃদুভাবে হাঁসো।
সার কথা তোরে কই, আমি লো তোমার হই,
তুমি ভালো বাসো নাহি বাসো॥
যে অবধি ও বদন, করিয়াছি দরশন,
সে অবধি অন্যে নাহি আশ।
কুল মান প্রাণ মনে, সঁপিয়াছি ও চরণে,
চন্দ্রাননি! আমি তব দাস॥
মান ত্যজ মাথা খাও, আর কেন দুঃখ পাও,
সুখনিশি বিফলেতে যায়।
ধরি পায় রাখো দায়, প্রাণ মোর বাহিরায়,
লঘু দোষে একি দণ্ড হায়॥

মোন। (স্বগত) ছোঁড়াকে এইবারে নাকে কলে ফেলিচি। আর একটু ঝালিয়ে নি। (প্রকাশে) পোড়ার মুখো, তোকে কে সাধ্‌তে বোল্‌চে, যা তোর মুখ দেক্‌বো না, তুই এখান থেকে দূর হ।

দূর হ কালা মুখো, দেখিব না তোরে।
মিছে কেন জ্বালাতন, করিস্ আমারে ॥
জেনেছি জেনেছি তোর, ভাল বাসা যত।
কেমনে হইবি তুই, মোর মনোমত ॥
গোবরের পোকা কভু, নহে পদ্ম পতি।
মধুকর বিনে নাই, সাজে সে যুবতী ॥
যে যেমন তার মত, হইলে মিলন।
তবেত প্রণয় হয়, সুখের কারণ ॥
নতুবা জ্বলিতে হয়, অসুখের করে।
দূর হ রে কালা মুখো, চাই নাই তোরে ॥

(পদপ্রহার)

ললীত। (হাস্য করিয়া) বাবা একি নাতি, না চাট, খুরের দাগ হোল যে, এখন একটু চুন হলুদ কোরে দেও, নতুবা তাড়ালেও নড়িনে।

সোন। (সহাস্যে) আর তোমার ঠাট্টায় কাজ নেই, কালামুখ নেড়ে কথা কইতে লজ্জা করে না।

ললীত। আমাদের আবার লজ্জা, নির্লজ্জের শিরোমণি নইলে কি তোমার পায়ে ধরি।

সোন। কে তোমায় সাধ্‌তে বল্‌চে, সোজা পথ আছে চলে যাও না।

ললীত। মন যে বোঝে না, কি করি, আর জ্বালাও কেন,

এত বোলে কি সাধ মেটে নি, না হয় আর দুঘা মারো তাহলে রাগ পোড়্বে তো। রাত কি হয় না, চোকে কি ঘুম নেই। মিছে কথার ঝকড়া কোল্লে কি হবে।

(হস্ত ধরিয়া খট্টোপরি উপবেশন)

মোন। (সহাস্যে) তোর দেখে আর বাঁচিনে, চুপ মেরে থাকা যায় না।

ললীত। আমার রকম দেখে বাঁচো আর না বাঁচো তাতে কিছু ক্ষতি নেই, সেতো পরের কথা। এখন যে কথা কহিলে তাই আমার বাপের ভাগ্‌গি।

মোন। (হাস্যমুখে) ভাই! এক দিন আমোদ কোল্লে কি হবে বলো, মিছে দুজনেরই কষ্ট, পুরুষের মন তো তেমন নয়, যে একজনের প্রেমে চিরকাল বদ্ধ থাক্‌বে, সে একদিন মেয়ে মানুষকে বলা যায়।

পুরুষ ভ্রমর জাতি, নানা ফুলে ধায়।
কামিনী কমল তবু, না ভুলে তাহায়॥
রমণীর মত নহে, পুরুষের মন।
সদাই চঞ্চল মতি, পরের কারণ॥
পুরাতনে অযতন, নূতনেতে আশ।
যাহার হৃদয়ে থাকে তারি সর্ব্বনাশ॥
এমন খলের সনে, যেবা প্রেম করে।
ধিক ধিক শত ধিক প্রাণে সে যে মরে॥

ললীত। ওহে, তা বোল্‌বে বই কি, আপনি যেমন, তে-

মনি সকল্‌কে বিবেচনা করো, এতো মেয়ে মানুষের মন নয়, যে রোজ রোজ নতুন ২ চায়।

মোন। ওহে, মেয়ে মানুষকে আর নিন্দে কোরো না, মেয়ে মানুষেরা মধুচোর ভোঁমরার ন্যায় নয় যে ফাঁকি দিয়ে মধু খেয়ে পালাবে, সাধে বলি পুরুষের মন বড় কঠিন, তারা ফাঁকি দিতে পেলে ছেড়ে কথা কয় না, একবার দুহাত এক হোলে আর ফিরেও চায় না।

ললীত। (স্বগত) আমার অনেক দিন পর্য্যন্ত মন ছেলো, যে একটী মেয়ে মানুষ রাখ্‌বো, তা এছুড়ির শ্রী খানিক ভাল, বিশেষ আমার উপর বড় পড়তা দেখ্‌চি, তা কপাল গুণে যদি পেয়েচি, তবে ছাড়ি কেন, হাতের লক্ষ্মী পা দিয়ে ঠেললে আবার পাওরা ভার। (প্রকাশে) কেন ভাই, সকল পুরুষ কি এক রকম? আমি কেমন তা পরে জান্‌বে, প্রাণ থাক্‌তে তো তোকে ছাড়তে পারবো না, এতে যা হবার তা হবে।

যায় যদি ধন, আর যায় যদি মান।
তথাপি ছাড়বো না প্রিয়ে, থাকিতে এ প্রাণ॥
তুমি মোর কুল শীল, প্রাণ মান ধন।
জীবন থাকিতে কভু, নহে বিসর্জ্জন॥
তবে যদি কাল গ্রাসে, হইহে নিধন।
তবেই জানিবে প্রাণ, বিচ্ছেদ ঘটন॥
নতুবা উভয়ে মিলি, মনোসুখে থাকি।

বিচ্ছেদ রাহুরে ওলো দিব মোরা ফাঁকি ॥

মোন। (মুখভঙ্গী করিয়া) এম্‌নি মন বরাবর থাক্‌লে হয়, ওই যে কথায় বলে "বিয়ে ফুরুলে ছাল্লায় নাতি," তখন যেন তা কোরো না। আমি কেবল সেই ভয় করি।

ললীত। ছি ও কথা কি বোল্‌তে আছে, না মানুষে কোত্তে পারে, যারা পারে তারা পারে, আমি তো তাই পারি নে।

মোন। (স্বগত) ছোড়াকে বিলক্ষণ ডব্‌কা দেখ্‌চি, এর হাতে বিলক্ষণ টাকা আছে, তা বেস জানা গেছে, মন্দ কি, এক হাত মাল্লেও মারবার সম্ভাবনা। (প্রকাশে) যা হক্‌ বেনে, তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে, এখন কথায় কথায় অনেক রাত হোলো চল ঘুমুই গে।

ললীত। (সহাস্যে) এখন যা বোল্লে, এই তো সব চেয়ে কাযের কথা, কেবল মিছেমিছি শুয়ে শালিকের মত কিচ্‌কিচ্‌ কোল্লে কি হবে।'

(উভয়ের শয়ন)

মোন। আচ্ছা ভাই! আমা.ক তুমি যে রাখ্‌বে, তা কি দেবে, আমি তো অমনি থাক্‌বো না, আমার অনেক লেঠা আছে জান তো।

ললীত। তার জন্যে ভাবনা কি? লোকে কি অমনি রাখে, না অমনি থাকে, তোমার যাতে চলে, তাই দেবো, তুমি যা চাবে, তাই পাবে, আমি তোমায় যে ভাল বেসেচি, তাতে আমার জীবন পর্য্যন্ত দিতে কষ্ট বোধ

হয় না। তুমি কি তাই ভাব্‌চো, হা আমার পোড়া কপাল, তাই রাগ কোরেছিলে।

মোন। দূর পাগল, তেমনি আমাকে পেয়েছিস্‌ মুখে তামাসা করি বোলে কি কাযে তাই। (মনে২) এইবেলা কিছু হাতাবার যোগাড় দেখা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) দেখি আজ কি টেঁকে আছে, ফোতো নোস্‌ তো (টেঁকে হাত দিয়া) এই যে হাতে কি ঠেকে, বালাই, ফোতো কেন হবে। দেখি, ক টাকা, এক, দুই, তিন, চারি (মুখভঙ্গী করিয়া) কুল্লে চার টাকা, ছিছি, ছুঁচো মেরে হাত গন্দ, এই নাও আমার টাকা।

ললীত। কি আপদ, আমি কি তোমায় দিতে গেছলোম, যে রাগ কোচ্চো, তোমার কথায় ২ রাগ যে, এখন নিয়েচো নেও, কাল আবার দেবো।

মোন। (মনে২) কেন এ কটা টাকা হাত ছাড়া করি, আমাদের ঘরপোড়ার কাট যা পাওয়া যায়। (প্রকাশ্যে) মনে কোরেছ, যে কাল দু চার টাকা দিয়ে সার্‌বে, তা মনেও ঠাঁই দিও না। কাল আমাকে গা সাজানো গহনা দিতে হবে, তা না হোলে দেক্‌তে পাবে।

ললীত। এই পর্য্যন্ত দৌড় তো তা পাবে, তার জন্যে ভাবনা কি।

মোন। নগোতে নাকি, না যে মাসে খুদে মঙ্গলবার নেই সেই মাসে দেবে। কেবল কথা নয় তো।

ললীত। তোমাকে আঁটা ভার, দেবো কি না দেবো তা

কাল দেখ্‌তে পাবে। এ বড় কাঁচা ছেলের হাতে পড় নেই।

মোন। আচ্ছা সে কালকের কথা কাল আছে, আজ শুইগে চলো। আমার ঘুমে চোক কর ২ কোচ্চে।

ললীত। তোমার কেবল কথা সার, ঘুমুই ২ কোরে সেই অবধি পাগল হোচ্চো, এদিকে বকিয়ে বকিয়ে নাড়ি ছিড়ে দিচ্চ। আমাকে সকাল ২ উঠিয়ে দিও, নইলে বাড়িতে টের পাবে।

(প্রভাত, ললীত বাবুর বাটী)

উচ্ছন্ন। ওহে ললীত বাবু! ঘুম ভেঙ্গেচে, না এখন পর্য্যন্ত গা ঢেলে আচো।

ভোলা। ওগো, বাবু এখনো উঠেন নি, কাল অনেক রাত্তিরে এসেছিল, তাই এত বেলা অবদি ঘুমোচ্চেন।

উচ্ছন্ন। (মনে ২) উঠবেন কি? কালকের যে কাণ্ড, এখন ক দিন পড়ে পড়ে থাকে দেখো। (প্রকাশ্যে) ওরে ভোলা! এক ছিলিম তামাক্‌ আন্‌ আর বাবুকে ডেকে দে।

ভোলা। (মনে ২) তোমারাই তো বাবুর মাতা খেলে। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে, তবে যাই।

(স্পষ্টবক্তার প্রবেশ)

স্পষ্ট। কি হে ইয়ার উচ্ছন্ন! এত সকাল বেলা উঠেছো যে, এমন তো কখন দেখিনি।

উচ্ছন্ন। আর ভাই কায থাক্‌লেই সকাল তো সকাল, রাত

থাক্‌তে উঠ্‌তে হয়। একবার ললীতের সঙ্গে দেখা কোরে কালকের খবরটা জানি।

স্পষ্ট। খবর আর কি জান্‌বে, যা হবার তাই। আমাদেরই মঙ্গল।

উচ্ছন্ন। তা হোলে তো বাবা সত্যিপীরের পাচ কড়ার সিন্নি দি বেটা যাতে সব ফুকে দেয়, আর আমাদের পেট ভরে, তাই তো আমাদের চেষ্টা। এখন এর বার পেলে হয়, বেলা হোলো, আবার আমাকে পাকি মা-র্‌তে যেতে হবে।

স্পষ্ট। তাই তো হত্যে দিয়ে কতক্ষণ থাক্‌বো, চল, এবেটা এখন উঠবেনা দেক্‌চি।

উচ্ছন্ন। একটু আর থাক, দেখা যাক্‌ ভোলা বেটা গেছে, কি করে আসে, নইলে তামাক্‌ খেয়ে ভেসে পড়া যাক্‌।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

25 JY 67